১

কলকাতার উচ্চ আদালতে

(দেওয়ানী আপিলের এখতিয়ার)

আপিল সাইড

বর্তমান:

মাননীয় বিচারক রাজশেখর মন্থ

এবং

মাননীয় বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্য

২০১০ সালের এফ এ অ্যাট নং ২৬৭

সঙ্গে

আই এ নং ২০১১ এর ক্যান ১ (২০১১ সালের পুরাতন ক্যান ২২৯৭) এবং

আই.এ.নং ক্যান ৪ ২০২২ সালের।

রাধা রমন সিংহ ও অন্যরা

বনাম

মঞ্জু রানী সিংহ ও অন্যরা

আপিলকারীদের জন্য : শ্রী সুতপা সান্যাল

মিঃ শুভজিৎ দান

মিঃ গৌর বরণ সাউ

উত্তরদাতার জন্য : মিঃ শোভেন্দু শেখর রায়

সংখ্যা ২ এবং ৩

মিঃ অর্ঘ ব্যানার্জী

মিঃ অমরেন্দ্র চক্রবর্তী।

শেষ শুনানি : ১১.১০.২০২৩

রায় প্রদান: ২১.১২.২০২৩ তারিখে

বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্য:-

১। তাত্ক্ষণিক আপীল রায় এবং ডিক্রি পাস করা উদ্ভূত হয় পরামর্শকারী অতিরিক্ত জেলা জজ থেকে, ২য় আদালত মালদা ওসি মামলা নং

৩/২০০৬ (প্রোবেট মামলা), তারিখ ১১ই জুন ২০১০ তারিখে, যেখানে মো. বিচারক মঞ্জু রানী সিংহ এবং চবি সিংহের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মামলাটি বিনা মূল্যে খারিজ করে এবং মঞ্জুরানী সিংহ ও শ্রীমতীর বিরুদ্ধে প্রাক্তন পক্ষকে খারিজ করে দিয়েছেন বিনা খরচে চন্দনা সিংহ।

পরামর্শকারী বিচারক এই সিদ্ধান্তে আসতে পেরে খুশি হয়েছেন যে আবেদনকারীরা প্রমাণ করতে পারেনি যে টেস্টাট্রিক্সের স্বাধীন পরামর্শ ছিল এবং 'উইল' সম্পাদনের সময় শারীরিকভাবে মানসিকভাবে সজাগ ছিল। পরামর্শকারী বিচারক এই অনুসন্ধানে এসেছেন যে আবেদনকারীরা তাদের উপর অর্পিত বোঝা ছাড়তে সক্ষম হয়নি।

২। এখানে আপীলকারীরা যথা রাধা রমন সিংহ এবং শ্রীমতী প্রকৃতি সিংহ, যারা টেস্টাট্রিক্সের যথাক্রমে পুত্র ও পুত্রবধূ ছিলেন মামলার আবেদনকারী এবং এখানে উত্তরদাতারা হলেন মঞ্জু রানী সিংহ, রঞ্জু রানী সিংহ, চবি সিংহ এবং চন্দনা সিংহ যারা টেস্টাট্রিক্সের কন্যা ছিলেন মামলায় বিপরীত পক্ষ।

৩। মঞ্জু রানী সিংহ এবং ছবি সিংহ আবেদনকারী নং ১ এর বোন এবং ২ নং আবেদনকারীর ভগ্নিপতি আপত্তি উত্থাপন করেন এবং উল্লিখিত 'ইচ্ছা'-এর ক্ষেত্রে প্রবেট মঞ্জুর করার প্রার্থনার বিরোধিতা করেন তাত্ক্ষণিক আপীলে উত্তরদাতারা।

৪। প্রোবেটের জন্য প্রার্থিত উল্লিখিত আবেদনের মাধ্যমে বলা হয়েছে যে প্রশ্নে থাকা 'উইল' অন্নপূর্ণা দেবী নামে টেস্টাট্রিক্স দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল, যিনি প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির মা ছিলেন, তার নির্দেশ মতে প্রস্তুত হওয়ার পরে সাক্ষীদের উপস্থিতিতে।

৫। তাত্ক্ষণিক তালিকার সত্যতা হল যে রাধা রমণ সিংহ এবং প্রকৃতি সিংহ নামে আপীলকারী/আবেদনকারীরা একটি উইলের বিষয়ে প্রবেট মঞ্জুর করার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন ' যেটি তার নির্দেশ অনুসারে প্রস্তুত হওয়ার পরে অন্নপূর্ণা সিংহ ২৫.০৬.১৯৯৭ তারিখে কার্যকর করেছিলেন বলে বলা হয়েছিল এবং তার উপস্থিতিতে। একইভাবে প্রস্তুত হওয়ার পর উক্ত উইলটি অন্নপূর্ণা সিংহ কর্তৃক প্রত্যয়িত সাক্ষীদের উপস্থিতিতে কার্যকর করা হবে বলে বলা হয়েছে।

বোনদের মধ্যে তাদের মধ্যে বিপরীত পক্ষের ২ নং মঞ্জু রানী সিংহ এবং বিপরীত ৩ নং ছবি সিংহ নামে দুইজন লিখিত বক্তব্য দাখিল করে মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, অন্যদিকে বিপরীত পক্ষের ১ নং মঞ্জু রানী সিংহা স্বীকার করেছেন পিটিশনে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে।

বিবিধ বিতর্কিত হওয়ার উপর মামলাটিকে অন্য মামলা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

উল্লিখিত মামলাটি পরামর্শকারী কর্তৃক খারিজ করা হয়েছে। বিচারিক বিচারক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে প্রশ্নে থাকা 'উইল' স্বাধীন পরামর্শে কার্যকর করা হয়েছে বলে আবেদনকারীর দ্বারা প্রমাণিত হয়নি এবং 'উইল' কার্যকর করার সময় টেস্টাট্রিক্স শারীরিকভাবে সুস্থ বা মানসিকভাবে সতর্ক ছিল না।

৬। পরামর্শকারী আপীলকারী/আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত থাকা আইনজীবী তার বিস্তৃত দাখিলের সময় নিম্নরূপ বলেছেন:

i) অন্নপূর্ণা সিংহ নামে টেস্টাট্রিক্সের নির্দেশ অনুসারে এবং নির্দেশ অনুসারে প্রশ্নে উইল প্রস্তুত করা হয়েছে

এবং এটি একজন নরেন্দ্র নাথ সিংহ দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল যিনি একটি দলিল লেখক ছিলেন।

ii) পরামর্শকারী কৌঁসুলি আরও দাখিল করেছেন যে উল্লিখিত 'উইল' প্রস্তুত হওয়ার পরে এটি কারও দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে এবং সত্যায়িত সাক্ষীদের উপস্থিতিতে টেস্টাট্রিক্স দ্বারা কার্যকর করা হয়েছিল।

iii) পরামর্শকারী কৌঁসুলি আরও জমা দিয়েছেন যে টেস্টাট্রিক্সের দ্বারা 'উইল'-এর কার্য কার্যকর করা হয়েছিল দলিল লেখকের দ্বারা তাকে পাঠ করার পরে এবং 'উইল'-এর বিষয়বস্তুতে সন্তুষ্ট হওয়ার পরে টেস্টাট্রিক্স উক্ত 'উইলে' স্বাক্ষর করেছিলেন। '

iv) বিজ্ঞ কৌঁসুলি আরও দাখিল করেছেন যে মানিক চন্দ্র সিংহ, প্রদীপ পাল এবং বানু হেমব্রম নামে তিনজন প্রত্যয়িত সাক্ষীই জবানবন্দি দিয়েছেন এবং তাদের জেরা করেছেন পরামর্শকারী বিপরীত পক্ষ/বিবাদীদের পক্ষে উপস্থিত হওয়া উকিল।

v) পরামর্শকারী আইনজীবী আরও দাখিল করেছেন যে, পরামর্শকারী ট্রায়াল বিচারক এই সিদ্ধান্তে এসে নিজেকে ভুল নির্দেশনা দিয়েছেন যে আবেদনকারীরা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়নি যে উল্লিখিত 'উইল' কার্যকর করার সময় টেস্টাট্রিক্সের কাছে স্বাধীন পরামর্শ পাওয়া গিয়েছিল।

vi) পরামর্শকারী আইনজীবী আরও দাখিল করেছেন যে, পরামর্শকারী বিচারের বিচারক এমন তথ্যগুলি বিবেচনা করার জন্য অগ্রসর হন যা আবেদনের অংশ বা কোনও জবানবন্দির অংশ নয়।

vii) পরামর্শকারী কৌঁসুলি আরও জমা দিয়েছেন যে প্রসিকিউশনের একজন সাক্ষী পিডবলু ৩ বিশেষভাবে বলেছেন যে অন্নপূর্ণা দেবীর স্বামী তাকে ২২.৬.১৯৯৭ তারিখে প্রায় ১০.১০-সকাল এ ফোন করতে এসেছিলেন

এবং যখন তাকে ডাকা হতো তার প্রতিবেশীদের একজন বানু হেমব্রম নামে উপস্থিত ছিলেন।

viii) পরামর্শকারী কৌঁসুলি আরও জমা দিয়েছেন যে বানু হেমব্রম (পিডবলু৮) সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তার মৃত্যুর আগে অন্নপূর্ণা দেবী তার পুত্র ও পুত্রবধূর পক্ষে উইল সম্পাদন করেছিলেন। এই সাক্ষী আরও জবানবন্দী দিয়েছেন যে, 'উইল' লেখার ২/৩ দিন আগে অন্নপূর্ণা দেবীর স্বামী সাক্ষীর বাড়িতে এসে অন্নপূর্ণা দেবী কর্তৃক উক্ত 'উইল' কার্যকর করার জন্য সত্যায়িত সাক্ষী হওয়ার আবেদন করেছিলেন।

ix) পরামর্শকারী কৌঁসুলি আরও জমা দিয়েছেন যে টেস্টাট্রিক্সের স্বামীর মৃত্যু শংসাপত্র থেকে এটি বোঝা যায় যে টেস্টাট্রিক্সের স্বামীর মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল ৮০ বছর সেটা ২২.০৮.১৯৯৯ তারিখে।

x) পরামর্শকারী আইনজীবী আরও দাখিল করেছেন যে, পরামর্শকারী বিচারক ট্রায়ালের স্বামীর মৃত্যু সনদে উল্লেখ করা বয়স বিবেচনায় না নিয়ে তার ব্যক্তিগত মতামত নিয়ে এগোলেন।

xi) পরামর্শকারী কৌঁসুলি আরও জমা দিয়েছেন যে সমস্ত প্রত্যয়িত সাক্ষীরা জবানবন্দি দিয়েছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের ধারা ৬৩ অনুসারে, প্রস্তুত হওয়ার পরে প্রশ্নে থাকা উইলটি সঠিকভাবে কার্যকর করা হয়েছিল।

xii) পরামর্শকারী কৌঁসুলি আরও জমা দিয়েছেন যে ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৬৮ ধারাও মেনে চলা হয়েছে।

xiii) পরামর্শকারী কৌঁসুলি আরও জমা দিয়েছেন যে প্রোবেট মঞ্জুর করার জন্য আবেদন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্বকে সন্দেহজনক পরিস্থিতির কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে৷ যা প্রবেট মঞ্জুরের জন্য আবেদন দাখিল করতে বিলম্ব হতে পারে না তা কোন সন্দেহজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে বলা যাবে না। এই ইস্যুতে পরামর্শকারী কৌঁসুলি (২০১২) ২ সিএইচএন ২৫০-এ প্রকাশিত একটি রায়ের উপর নির্ভর করেছেন, যেখানে এটি বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে প্রবেট মঞ্জুর করার আবেদনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আইন কার্যকর হয় না৷

xiv) পরামর্শকারী কৌঁসুলি আরও দাখিল করেছেন যে প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধী পক্ষগুলি প্রমাণ করার জন্য কোনও নথি উপস্থাপন করেনি যে তাদের মা চিকিৎসাধীন ছিলেন যা প্রমাণ করবে যে টেস্টাট্রিক্স একটি 'উইল' সম্পাদন করার জন্য মানসিকভাবে অযোগ্য ছিল।

xv) পরামর্শকারী কৌঁসুলি আরও জানান, দলিল লেখকের মৃত্যুর কারণে তার ছেলে জবানবন্দি দিয়েছেন।

xvi) পরামর্শকারী কৌঁসুলি নিম্নলিখিত রায়ের উপর নির্ভর করেছেন:

এ) (২০০৭) ১১ এসসিসি ৬২১

বি) (২০০৫) ৮ এসসিসি ৬৭

সি) ২০২২ এসসিসি অনলাইন কলকাতা ১৬৪৫

ডি) (১৯৯৫) ৪ এসসিসি ৪৫৯

xvii) পরামর্শকারী কৌঁসুলি আরও জমা দিয়েছেন যে একটি আবেদন দ্বারা সিভিল প্রসিডিউর কোডের আদেশ XLI বিধি ২৭ এর অধীনে আপীলকারীরা মঞ্জু রানী সিংহের পক্ষে একটি দলিল দাখিল করেছেন।

xviii) পরামর্শকারী কৌঁসুলি ব্যাঙ্কিং বনবিন্দুর উপর পরামর্শকারীর রায় বাতিল করার জন্য প্রার্থনা করেছেন। ট্রায়াল কোর্ট ও প্রশ্ন করেছে 'উইল'-এর সম্মানে প্রোবেট মঞ্জুর করার জন্য প্রার্থনার অনুমতি দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

৭। পরামর্শকারী যুক্তি উপস্থাপনের সময় উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী নিম্নলিখিতগুলি জমা দিয়েছেন:

i) টেস্টাট্রিক্স এক ছেলে চার মেয়ে ও তাকে রেখে গেছেন স্বামী ।

ii) পরামর্শকারী কৌঁসুলি আরও জমা দিয়েছেন যে সন্দেহজনক পরিস্থিতির ভিত্তিতে প্রবেট মঞ্জুরি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যাতে আবেদনকারীরা প্রমাণ করতে সক্ষম হননি যে 'উইল' কার্যকর করার সময় টেস্টাট্রিক্সের কাছে স্বাধীন পরামর্শ উপলব্ধ ছিল এবং উপরন্তু টেস্টাট্রিক্স 'উইল' সম্পাদনের সময় শারীরিকভাবে সুস্থ বা মানসিকভাবে সজাগ ছিল না।

পরামর্শকারী কৌঁসুলি আরও জমা দিয়েছেন যে একজন প্রত্যয়নকারী সাক্ষী জবানবন্দি দিয়েছেন যে টেস্টাট্রিক্সের বয়স ৬৫ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে কিন্তু ডেথ সার্টিফিকেট থেকে জানা যায় যে টেস্টাট্রিক্সের বয়স ছিল ৯৫ বছর।

iii) পরামর্শকারী কৌঁসুলি আরও জমা দিয়েছেন যে টেস্টাট্রিক্সের কোনও স্বাধীন পরামর্শ ছিল না যা প্রশ্নে 'উইল' থেকে স্পষ্ট হয় যদিও টেস্টাট্রিক্সের স্বামী বেঁচে ছিলেন কিন্তু তিনি 'উইল'-এ স্বাক্ষর করেননি।

iv) পরামর্শকারী কৌঁসুলি আরও দাখিল করেছেন যে উত্তরদাতা নং ২ এবং ৩ একটি লিখিত বিবৃতি দাখিল করে মামলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন যেখানে এটি উত্থাপিত হয়েছে যে 'উইল' একটি জাল এবং নকল।

v) তিনি আরও দাখিল করেছেন যে উত্তরদাতা নং ২-এর স্বামীর মেয়াদ ১৯৮০ সালে শেষ হয়ে গেছে এবং তারপর থেকে উক্ত মঞ্জু রানী তার পিতামাতার সাথে বসবাস করছিলেন এবং উক্ত মঞ্জু রানী তার পিতামাতার দেখাশোনা করতেন টেস্টাট্রিক্স এবং তার স্বামী ।

vi) পরামর্শকারী কৌঁসুলি আরও দাখিল করেছেন যে আপীলকারী নং ১ / আবেদনকারী একজন সরকারী কর্মচারী ছিলেন ১৯৭৮ সাল থেকে পুলিশ বিভাগে কর্মরত ছিলেন এবং তার স্ত্রী যিনি আপীলকারী নং ২ / আবেদনকারী তার চাকরির সময়কালে তার সাথে থাকতেন৷ তিনি আরও দাখিল করেছেন যে যেহেতু আপীলকারী/আবেদনকারী উভয়ই তাদের কর্মস্থলে থাকতেন তাই আবেদনকারী/আবেদনকারী উভয়ই কখনই টেস্টাট্রিক্স বা তার স্বামীর দেখাশোনা করেননি।

vii) পরামর্শকারী কৌঁসুলি আরও জমা দিয়েছেন যে অভিযুক্ত 'উইল' প্লট নং ১০২ বহন করে যা টেস্টাট্রিক্স দ্বারা উপহার দেওয়া হয়েছে ১৯৯১ সালে।

viii) পরামর্শকারী কৌঁসুলি আরও উল্লেখ করেছেন যে কথিত 'উইল' ২৫.৬.১৯৯৭ তারিখে কার্যকর করা হয়েছিল এবং টেস্টাট্রিক্স ১১.১১.১৯৯৭ তারিখে মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে যদিও এটা খুবই রহস্যজনক যে কেন প্রোবেট মঞ্জুর করার আবেদনটি ০৭.০৭.২০০৪ তারিখে দাখিল করা হয়েছিল

টেস্টাট্রিক্সের মৃত্যুর তারিখ থেকে প্রায় ৭ বছর পরে, যখন কথিত উইল "নির্বাহকের সাথে ছিল বলে বলা হয়।

ix) পরামর্শকারী আইনজীবী আরও জমা দিয়েছেন যে টেস্টাট্রিক্সের 'উইল' কার্যকর করার মানসিক ক্ষমতা ছিল না।

x) পরামর্শকারী আইনজীবী আরও জমা দিয়েছেন যে লেখককে ডাকতে মালদা টাউনে কে গিয়েছিল তার কোনও স্পষ্ট প্রমাণ নেই।

xi) পরামর্শকারী কৌঁসুলি আরও দাখিল করেছেন যে প্রত্যয়নকারী সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে উইল সম্পাদনের সময় জমি সংক্রান্ত নথিগুলি পরীক্ষা করা হয়েছিল ' এবং জমির তফসিলটিও উইলের সাথে সংযুক্ত ছিল' তবে জমির এমন কোনও তফসিল নেই 'উইল' এর সাথে সংযুক্ত।

xii) পরামর্শকারী কৌঁসুলি এই বিষয়টির উপর আরও জোর দিয়েছিলেন যে 'উইল'-এ কোনও অনুমোদন নেই যা এই সত্যটি প্রকাশ করে যে উল্লিখিত 'উইল' পাঠ করা হয়েছিল এবং এটি প্রস্তুত হওয়ার পরে টেস্টাট্রিক্সকে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল।

xiii) পরামর্শকারী কৌঁসুলি আরও দাখিল করেছেন যে টেস্টাট্রিক্সের স্বামী বা চার কন্যার কাউকেই প্রশ্নে উল্লিখিত 'উইল'-এর মাধ্যমে সুবিধা দেওয়া হয়নি।

xiv) পরামর্শকারী কৌঁসুলি আরও দাখিল করেছেন যে টেস্টাট্রিক্সের ছেলে যে আপীলকারী নং ১ / আবেদনকারী 'উইল' বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন, যিনি সুবিধাভোগী।

xv) পরামর্শকারী কৌঁসুলি নিম্নলিখিত রায়ের উপর নির্ভর করেছেন:

এ) ২০০৯ সালের সিভিল আপিল নং ১৯৬৯

বি) (২০২২) ১ আইসিসি ৮৮৩ (এসসি)

সি) এআইআর ১৯৫৯ এসসি ৪৪৩

ডি) (২০০৬) ১৩ এসসিসি ৪৪৯

ই) (২০০৬) ১৩ এসসিসি ৪৩৩

এফ) (২০০৯) ৩ এসসিসি ৬৮৭

জি) (২০২২) ১ আইসিসি ৩৭১ (ক্যাল)

এইচ) (২০০৮) ৭ এসসিসি ৬৯৫

আই) ২০১৫ ১৭ এসসিসি ৭১৩

xvi) উপরোক্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে পরামর্শকারী আইনজীবী দাখিল করেছেন যে, পরামর্শকারী বিচারক বিচারক যথার্থই রায়ে এসেছেন যে প্রশ্নে 'উইল' প্রমাণিত হয়নি।

xvii) পরামর্শকারী কৌঁসুলি আপীলকারীদের প্রার্থনা খারিজ করে এবং এইভাবে পরামর্শকারী বিচার আদালত -এর রায় নিশ্চিত করার জন্য প্রার্থনা করেছেন।

৮। ঘটনা এবং পরিস্থিতি থেকে এটা স্পষ্ট যে তাত্ক্ষণিক তালিকার মূল পয়েন্টটি হল প্রশ্নে থাকা 'ইচ্ছা'টি আসল কিনা এবং এটি টেস্টাট্রিক্স দ্বারা সম্পূর্ণ মানসিক ক্ষমতায় এবং যে কেউ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে কার্যকর হয়েছে কিনা।

৯। এই আদালত এখন সাক্ষীদের সাক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য গাইড করবে।

১০। আপীলকারী নং ১ / আবেদনকারী জবানবন্দী দিয়েছেন যে তার মা যে টেস্টাট্রিক্স তাকে 'উইল' হস্তান্তর করেছেন। তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় উক্ত সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তার মা ২৫.৬.১৯৯৭ তারিখে 'উইল' সম্পাদন করেছিলেন

যখন সে শারীরিকভাবে সুস্থ এবং মানসিকভাবে সজাগ ছিল। তিনি আরও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে দলিল লেখক নরেন্দ্র নাথ সিংহ তার মায়ের নির্দেশ অনুসারে মানিকচন্দ্র সিংহ, প্রদীপ পাল, বানু হেমব্রম নামে সাক্ষীদের উপস্থিতিতে উইল লিখেছিলেন। তিনি আরও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে উইলটি সাক্ষীদের উপস্থিতিতে তার মা তার এলটিআই করে দিয়েছিলেন। তিনি আরও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, প্রত্যয়নকারী সাক্ষীরাও 'উইলে' তাদের স্বাক্ষর রেখেছিলেন এবং সম্পাদনের আগে দলিলটি পড়েছিলেন এবং সাক্ষীদের উপস্থিতিতে দলিল লেখক তার মাকে ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং সত্যায়িত সাক্ষীরা উইলে স্বাক্ষর করেছিলেন তার মা এবং তার মা তাকে 'উইল' দিয়েছিলেন। জবানবন্দির ক্রম নির্দেশ করে যে আপীলকারী নং ১ / আবেদনকারী 'উইল' প্রস্তুত ও সম্পাদনের সময় উপস্থিত ছিলেন। জেরা করার সময় এই সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তার মা দলিল লেখককে ডেকেছিলেন কিন্তু তিনি বলতে পারেন না যে তার মা দলিল লেখককে ডেকেছেন কার মাধ্যমে। এই প্রমাণ প্রমাণ করে যে আপীলকারী নং ১ / আবেদনকারী উক্ত উইলের সুবিধাভোগী হওয়ায় 'উইল' প্রস্তুতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আপীলকারী নং ১ / আবেদনকারী এবং আপীল নং ২ হল স্বামী ও স্ত্রী যারা উক্ত উইলের সুবিধাভোগী। উইল প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের সময় সুবিধাভোগীর উপস্থিতি এবং তার সক্রিয় অংশগ্রহণ এই আদালতের মনে সন্দেহের জন্ম দেয়।

১১। নির্বাহক - কাম - সুবিধাভোগী তার ক্রস-পরীক্ষার সময় সাক্ষ্য দিয়েছেন যে 'উইল'-এ কোনও নির্দিষ্ট সময়সূচী নেই এবং তাকে কখনও রতুয়া পিএস-এ পোস্ট করা হয়নি। তিনি আরও জানান যে রঞ্জুর স্বামীর মৃত্যুর পর মঞ্জু রানী তার মায়ের সাথে থাকতেন। তিনি আরও

তাকে সর্বদা মালদার বাইরে পোস্ট করা হয়েছে বলে অভিযোগ জানান। এই সাক্ষী আরও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তার স্ত্রী তার সাথে থাকতেন। আবেদনকারীর সাক্ষ্য থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে উভয় সুবিধাভোগীই টেস্টাট্রিক্স বা তার স্বামীর সাথে বসবাসের জন্য ব্যবহার করেননি কারণ সুবিধাভোগীদের দ্বারা টেস্টাট্রিক্স বা তার স্বামীর যত্ন নেওয়ার প্রশ্নই আসে না। এটি এই আদালতের মনে প্রশ্ন উত্থাপন করে যে কেন টেস্টাট্রিক্স তার সমস্ত সম্পত্তি তাদের কাছে দিতে চান যারা কখনও তার বা তার স্বামীর যত্ন নেননি৷

১২। মানিক চন্দ্র সিংহ, একজন প্রত্যয়িত সাক্ষী পিডবলু২ হিসাবে জবানবন্দি দিয়েছেন। তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, 'উইল' কার্যকরের তারিখে অন্নপূর্ণা দেবী তাঁকে ডেকেছিলেন এবং 'উইল' প্রস্তুত ও কার্যকর করার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি আরও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে ওই বৈঠকে প্রদীপ পাল, বানু হেমব্রম, লেখক নরেন্দ্র নাথ এবং তিনি নিজে উপস্থিত ছিলেন। তার জেরা করার সময় এই সাক্ষী তার জন্ম তারিখ মনে করতে পারেনি। এই সাক্ষী আরও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, অন্নপূর্ণা দেবীর সম্পত্তির তালিকা উইলে লেখা ছিল এবং তিনি সেই 'উইলে' স্বাক্ষর করেছিলেন যেখানে সম্পত্তির তালিকা যুক্ত ছিল। এই সাক্ষী আরও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে অন্নপূর্ণা দেবীর কোন বিষয়ে মতভেদ ছিল না তার সন্তানদের সাথে।

১৩। নির্বাহক - কাম - সুবিধাভোগী সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তার মায়ের তার বোনদের সাথে প্রবল বিরোধ ছিল যেখানে একজন প্রত্যয়নকারী সাক্ষী যিনি পিডবলু২ যিনি টেস্টাট্রিক্সের একজন আত্মীয়ও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে টেস্টাট্রিক্সের তার সন্তানদের সাথে কোন মতবিরোধ ছিল না। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে নির্বাহক তার বোনদের অপমান করার চেষ্টা করেছে, যা দেখায় যে

নির্বাহক কাম সুবিধাভোগীর উদ্দেশ্য মোটেও সঠিক নয়। এটি রাধা রমন সিংহ নামে নির্বাহক কাম সুবিধাভোগীর ন্যায্যতা সম্পর্কে এই আদালতের মনে সন্দেহের জন্ম দেয়।

১৪। পিডবলু২, একজন প্রত্যয়নকারী সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছেন যে 'উইল' জমির কাগজপত্র দেখে লেখা হয়েছিল এবং অন্নপূর্ণা দেবীর সম্পত্তির তালিকা 'উইলে' লেখা ছিল এবং তিনি 'উইলে' স্বাক্ষর করেছিলেন ' যার সাথে সম্পত্তির তালিকা যুক্ত করা হয়েছিল কিন্তু 'উইল'-এর প্রকৃত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সম্পত্তির কোনো তালিকা নেই। এতে আদালতের মনে সন্দেহ জাগে যে, তাৎক্ষণিক হবে কি না যা প্রবেট মঞ্জুর করার জন্য স্থাপন করা হয়েছে তা অন্নপূর্ণা দেবী টেস্টাট্রিক্স দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল।

১৫। অন্য একজন প্রত্যয়িত সাক্ষী বানু হেমব্রম পিডবলু৪ হিসাবে জবানবন্দি দিয়েছেন এবং বলেছেন যে 'উইল' তার উপস্থিতিতে এবং মানিক সিংহ, প্রদীপ পাল, ফটিক পাল, নরেন্দ্র নাথ সিংহ এবং অন্নপূর্ণা দেবীর কন্যার উপস্থিতিতে কার্যকর হয়েছিল 'উইল' লেখার সময় সবাই উপস্থিত ছিলেন। পিডবলু৮ জবানবন্দি দিয়েছে যে উইল লেখার সময় অন্নপূর্ণা দেবীর কন্যা উপস্থিত ছিলেন' যা অন্য কোনো সাক্ষীর দ্বারা বলা হয়নি এটিও এই আদালতের মনে সন্দেহ জাগায়।

১৬। পিডবলু৮ অর্থাৎ বানু হেমব্রম সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনি তার স্বাক্ষরের নিচে 'গ্রামের নাম' (তার গ্রামের নাম) শব্দটি লেখেননি এবং তিনি কেবল 'কচুয়া' লিখেছিলেন। তিনি আরও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনি উইলে শুধুমাত্র তার নাম স্বাক্ষর করেছিলেন এবং কোনো তারিখ দেননি। তিনি আরও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনি তার বাবার নাম লিখতে পারেন না। উইল থেকে প্রতীয়মান হয় যে বানু হেমব্রমের পিতার নাম 'মুসাই হেমব্রম'

বিভিন্ন কালিতে লেখা। এর নিচে একটি তারিখও উল্লেখ করা হয়েছে বনু হেমব্রমের স্বাক্ষর। এই অসঙ্গতিগুলি এই আদালতের মনেও সন্দেহ জাগায় এবং সন্দেহজনক পরিস্থিতির জন্ম দেয়।

১৭। টেস্টাট্রিক্সের স্বামী জীবিত থাকা সত্ত্বেও, তাকে 'উইলের' মাধ্যমে কোন সম্পত্তি দেওয়া হয়নি বা তাকে 'উইল'-এর একজন প্রত্যয়নকারী সাক্ষী করা হয়নি যা তার মনে গভীর সন্দেহের জন্ম দেয়। আদালত যেহেতু প্রত্যয়নকারী সাক্ষীরা জবানবন্দি দিয়েছেন যে তাদের উপস্থিত থাকতে এবং টেস্টাট্রিক্সের স্বামীর দ্বারা উল্লিখিত 'উইল'-এর সাক্ষী হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। এটি এই আদালতের মনে সন্দেহ জাগিয়েছে যে প্রবেটের জন্য রাখা 'উইল' আদৌ টেস্টাট্রিক্সের স্বামীর জীবদ্দশায় প্রস্তুত এবং কার্যকর করা হয়েছিল কিনা। যখন প্রত্যয়নকারী সাক্ষীরা সাক্ষ্য দেন যে টেস্টাট্রিক্সের স্বামী তাদের উপস্থিত থাকতে এবং 'উইল'-এর সাক্ষী হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, তাই এটি স্পষ্ট যে টেস্টাট্রিক্সের স্বামী সক্রিয় অংশগ্রহণ হয়েছিলেন কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, উক্ত ব্যক্তিকে টেস্টাট্রিক্সের নিকটতম ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও, স্বামী হওয়া সত্ত্বেও তাকে সত্যায়িত সাক্ষী করা হয়নি।

এইভাবে, সন্দেহজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে এই আদালতের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে এমন বেশ কিছু তথ্য রয়েছে যা আপীলকারী / আবেদনকারীরা নির্মূল করতে পারেনি। এই দিকটিতে এই আদালত (২০২১) ১১ এসসিসি ২৭৭ এ প্রকাশিত মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের ১১.১ এবং ১১.৩ অনুচ্ছেদের উপর নির্ভর করে যা নিম্নরূপ বলে:

" ১১.১। উইলটি একটি বরং গৌরবময় দলিল যা উইলকারীর মৃত্যুর পরে কার্যকর হয়, একটি উইল তৈরির জন্য এবং এটির প্রমাণের জন্য আইনগুলিতে বিশেষ বিধান করা হয়েছে

আদালতে । উত্তরাধিকার আইনের ৫৯ ধারায় বলা হয়েছে যে সুস্থ মনের প্রত্যেক ব্যক্তি, অপ্রাপ্তবয়স্ক না হয়ে, ইচ্ছার মাধ্যমে তার সম্পত্তি নিষ্পত্তি করতে পারে। একটি উইল বা উইলের যে কোন অংশ, যা প্রতারণা বা জবরদস্তি বা এই ধরনের কোন অবাধ্যতা দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে যা উইলকারীর স্বাধীন এজেন্সি কেড়ে নিয়েছে, উত্তরাধিকার আইনের ধারা ৬১ এর অধীনে বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে; এবং আরও, উত্তরাধিকার আইনের ধারা ৬২ একটি উইল প্রণেতাকে যে কোন সময়ে এটি করতে বা পরিবর্তন করতে সক্ষম করে যখন সে ইচ্ছার দ্বারা তার সম্পত্তি নিষ্পত্তি করতে সক্ষম হয়। উত্তরাধিকার আইনের পার্ট ।V এর অধ্যায় ।।।-তে সুবিধাবিহীন উইলগুলি সম্পাদনের বিধান রয়েছে (যেমন অধ্যায় ।V-তে প্রদত্ত বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত উইল থেকে আলাদা)।

১১.৩। উইল নির্মাণের জন্য উত্তরাধিকার আইনের অধ্যায় V।-তে ৭৪ থেকে ১১১ ধারায় বিস্তৃত বিধান করা হয়েছে, যা তাদের যোগফল এবং উপাদানে, আইনসভার অভিপ্রায়কে স্পষ্ট করে যে কোনো অপ্রাসঙ্গিক ভুল বর্ণনা বা ত্রুটি উইলের বিরুদ্ধে কাজ করা নয় ; এবং একটি উইলকে কার্যকর করতে হবে যখন উইলকারী তার নিজের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করার সময় তা কার্যকর করতে পেরেছে। যাইহোক, যখন উইলটি সন্দেহজনক পরিস্থিতি দ্বারা বেষ্টিত হয়, তখন আদালত আশা করবে যে প্রশ্নযুক্ত নথিটি উইলকারীর শেষ উইল হিসাবে গৃহীত হওয়ার আগে বৈধ সন্দেহ দূর করা উচিত। "

১৮। প্রতিদ্বন্দ্বী উত্তরদাতা/বিপক্ষ দলগুলি এই বিষয়টি উত্থাপন করেছে যে প্রশ্নে 'উইল' ২৫.০৬.১৯৯৭ তারিখে এবং টেস্টাট্রিক্সের মেয়াদ ১১.১১.১৯৯৭ তারিখে শেষ হয়েছে যখন প্রোবেটের জন্য আবেদন করা হয়েছিল ২০০৪ সালে। উত্তরদাতারা জোর দিয়েছেন প্রোবেটের জন্য আবেদন দাখিল করতে বিলম্বের বিন্দু। প্রোবেটের জন্য আবেদন দাখিল করতে বিলম্বের বিষয়ে এই আদালত বলেছে যে প্রোবেটের জন্য আবেদন করা আবেদনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার আইন প্রয়োগযোগ্য নয়। এই বিষয়ে ১৯৫৭ এসসিসি অনলাইন ক্যাল ১৬০ এ প্রকাশিত অনুচ্ছেদ নং ৭ এবং ৮ উল্লেখ করে যা নিম্নরূপ বলে:

"৭।... তিনি বলেন যে বিষয়টিকে আরও এগিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন ছিল না, কারণ তাদের লর্ডশিপদের মতে এমনকি যদি ১৮১ ধারা প্রশ্নযুক্ত আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তবুও এটি সময়ের মধ্যে বলা যেতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের তাদের লর্ডশিপের এই পর্যবেক্ষণগুলি এই আদালতের জন্য বাধ্যতামূলক যদিও সেগুলি অবাধ্য নির্দেশের প্রকৃতির হতে পারে। মিঃ সেন গুপ্ত আমাদের সামনে যুক্তি দিয়েছিলেন যে আসল সিদ্ধান্তটি এই ভিত্তিতে নয় বরং এই ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছিল যে তাদের লর্ডশিপের আগে যে আবেদনটি ১৮১ ধারা প্রয়োগ করা হয়েছিল তা এখনও সময়ের মধ্যে হবে। তিনি দাবি করেন

যে আমি এই মুহূর্তে যে পর্যবেক্ষণের কথা উল্লেখ করেছি তা এমনকি "অবাটার ডিক্টাও" ছিল না কারণ এই বিষয়ে তাদের লর্ডশিপ কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছায়নি। মিঃ সেন গুপ্তের সেই বিতর্ক আমি মেনে নিতে পারছি না। আমার কাছে মনে হয় যে তাদের লর্ডশিপরা এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিলেন যে সিদ্ধান্তের দীর্ঘ ক্যাটেনাকে বলা যেতে পারে যে এই নিবন্ধটির প্রথম কলামে "কোডের অধীনে" শব্দগুলি যুক্ত করা হয়েছে এবং যদি বিচারিক নির্মাণের ফলে এই শব্দগুলি রয়েছে প্রথম কলামে পড়ুন তাহলে তাদের লর্ডশিপ অনুচ্ছেদ ১৫৮ এবং ১৭৮ এর পরবর্তী সংশোধনীকে ধরে রাখতে পারে না যে ১৮১ ধারার অর্থ পরিবর্তন করার প্রভাব থাকতে হবে এই কারণে যে পুরানো নির্মাণের ভিত্তিটি আর উপলব্ধ ছিল না। আমার কাছে মনে হয় যে তাদের লর্ডশিপগুলি এই বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিল যদিও প্রকৃত সিদ্ধান্তটি অন্য ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছিল। তাই, আমি মনে করি যে এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের তাদের লর্ডশিপ যে মতামত প্রকাশ করেছেন তা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক এবং আমাদের তা কার্যকর করা উচিত। তাই এই বিষয়ে মিঃ সেন গুপ্তের বিতর্ক অবশ্যই ব্যর্থ হবে। মিঃ সেন গুপ্তের দ্বারা আমাদের সামনে চাপানো দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে আরও অসুবিধা রয়েছে। প্রশ্নটি, যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি, আবেদন করার অধিকার কখন জমা হয় তা নিয়ে এখনও রয়ে গেছে। ১৮১ ধারা প্রযোজ্য হলেও, আবেদন করার অধিকার জমা হওয়ার সময় থেকে শুরু করে তিন বছরের সময়সীমা নির্ধারণ করে। প্রশ্ন হল এই ধরণের ক্ষেত্রে কখন প্রোবেটের জন্য আবেদন করার অধিকার জমা হয়। মিঃ সেন গুপ্ত দাবি করেছিলেন যে এটি অবশ্যই সেই তারিখ থেকে জমা হতে হবে যখন নির্বাহক প্রথমবার উইল সম্পর্কে সচেতন হন। আমি সেই বিতর্ক মেনে নিতে পারছি না। আমার মতে, প্রবেটের জন্য আবেদন করার অধিকার দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে যতক্ষণ না উইলটি অপ্রস্তুত থাকে। আমি এই বিষয়ে মিঃ গুপ্তার দাখিলের সাথে একমত এবং মনে করি যে ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের ধারা ২৭৬ এর অধীনে প্রোবেটের জন্য একটি আবেদনে কেন এটিকে প্রয়োজনীয় করা হয়নি এবং পদক্ষেপের কারণ এবং কখন কারণ গঠনের ঘটনাগুলি উল্লেখ করা কর্মের উদ্ভব হল যে একটি অপ্রমাণিত উইলের ক্ষেত্রে প্রবেটের আবেদনের জন্য কর্মের কারণ প্রতি মুহূর্তে উত্থিত হয় যতক্ষণ না উইলটি অপ্রস্তাবিত থাকে। আমার এই দৃষ্টিভঙ্গি মাদ্রাজ হাইকোর্টের একটি সিদ্ধান্ত থেকে স্পষ্ট সমর্থন পায় যা পরবর্তীকালে এই আদালতের একটি ডিভিশন বেঞ্চ অনুসরণ করে। জ্ঞানমুথু উপদেশীর বনাম ভানাকোইলপিল্লাই নাদান , এর ক্ষেত্রে (৮) আই এল আর ১৭ ম্যাড ৩৭৯ মিঃ বিচারপতি মুত্তুসামি আয়ার বলেছেন যে সীমাবদ্ধতা আইন প্রোবেটের জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, এবং সেই আইনের তফসিল ॥ এর ধারা ১৭৮-এ উল্লেখ করা আবেদনগুলি ১৮১ ধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সিভিল প্রসিডিউর কোডের অধীনে আবেদন। বিচারপতি মুতুসামি আয়ার তার রায়ের সময় এসব তাৎপর্যপূর্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন:

"সীমাবদ্ধতা আইনের অপারেশন থেকে প্রোবেটের জন্য আবেদনের অব্যাহতির কারণ সম্ভবত এটি

প্রবেটের জন্য আবেদনটি উইলের দ্বারা সৃষ্ট দায়িত্ব পালনের অনুমতির জন্য বা একটি টেস্টামেন্টারি ট্রাস্টি হিসাবে স্বীকৃতির জন্য একটি আবেদনের প্রকৃতির এবং ট্রাস্টের বস্তু বা ট্রাস্টের কোনো অংশ বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত আবেদন করার অধিকার অব্যাহত থাকে যদি সত্যিই তৈরি করা হয়, কার্যক্রম কার্যকর করা বাকি থাকে। "

৮। আমার মনের এই পর্যবেক্ষণগুলি মৌলিক নীতিটি স্থাপন করে যার ভিত্তিতে এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত এবং তারা সেই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্মত হয় যা আমি গ্রহণ করেছি যখন প্রোবেটের জন্য আবেদন করার অধিকার জমা হয়। এই আদালতের একটি ডিভিশন বেঞ্চের পরবর্তী সিদ্ধান্তে, দুর্গাপদ বেরা বনাম অতুল চন্দ্র বেরা, (৯) ৪১ সি.ডবলু.এন. ১২০৪, হেন্ডারসন এবং বিশ্বাস, বিচারপতিরা। এছাড়াও প্রবেট বা প্রশাসনের চিঠির জন্য আবেদনগুলি সীমাবদ্ধতার আইন দ্বারা পরিচালিত হয় না। তাদের রায়ে তাদের লর্ডশিপ মিঃ বিচারপতি মুতুসামি আয়ারের উল্লিখিত পর্যবেক্ষণের অনুমোদনের সাথে উল্লেখ করেছেন এবং পুনরাবৃত্তি করেছেন যে কেন প্রোবেটের আবেদনগুলিকে সীমাবদ্ধতা আইনের কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে সম্ভবত এই ধরনের একটি আবেদন একটি আবেদনের প্রকৃতির উইলের দ্বারা সৃষ্ট একটি দায়িত্ব পালনের অনুমতির জন্য বা একটি টেস্টামেন্টারি ট্রাস্টি হিসাবে স্বীকৃতির জন্য, এবং আবেদন করার অধিকার ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে যতক্ষণ না ট্রাস্টের বস্তুটি বিদ্যমান থাকে বা ট্রাস্টের কোনো অংশ যদি সত্যিই তৈরি করা হয় তবে তা কার্যকর করা বাকি থাকে। "

১৯। এই প্রচুর তথ্য এই আদালতের মনে সন্দেহ জাগায় এবং বৈধ সন্দেহজনক পরিস্থিতির জন্ম দেয়, যা এই আদালতকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পরিচালিত করে যে বর্তমান 'উইল' আসল নয়।

২০। উপরোক্ত আলোচনা বিবেচনা করে এই আদালতের অভিমত যে, পরামর্শকারী বিচারকের কোনো হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। তাই এ রায় পরামর্শকারী ট্রায়াল কোর্ট নিশ্চিত করেছে।

২১। ২০১০ সালের ২৬৭ নং এফ.এ.টি অনুযায়ী খারিজ করা হয়েছে।

যেহেতু তাত্ক্ষণিক আপিল খারিজ হয়ে গেছে তাই আই.এ.২০১১ সালের ক্যান নং ১ (পুরানো ক্যান ২২৯৭ সাল ২০১১) আপিলকারীদের দ্বারা নিষেধাজ্ঞার জন্য প্রার্থনা করা একটি আবেদন খারিজ হয়ে যায়।

আই এ নং ক্যান ৪ ২০২২-সাল এর সিভিল প্রসিডিউর কোডের আদেশ XLI বিধি ২৭-এর অধীনে একটি আবেদন যাতে অতিরিক্ত প্রমাণের জন্য প্রার্থনা করা হয় এবং অন্নপূর্ণা দেবীর রঞ্জু রানী সিংহের পক্ষে উপহারের একটি দলিল এবং নির্বাচনী এলাকার নির্বাচনী ভূমিকা বিবেচনায় নেওয়া হয়। যথা ন্যায্য উপসংহারে পৌঁছানোর অনুমতি দেওয়া হয় এবং উপরোক্ত দুটি নথি বিবেচনায় নেওয়া হয়।

২২। আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে দেওয়া রায় এবং আদেশের সার্ভার কপির ভিত্তিতে দলগুলি কাজ করার অধিকারী হবে।

২৩। এই রায়ের জরুরী প্রত্যয়িত ফটোকপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতাগুলি মেনে চলার পরে পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে।

আমি রাজী ,

(বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্য)

(বিচারপতি রাজশেখর মন্থা)

পরে:-

রায় ঘোষণার পর, আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত করার জন্য প্রার্থনা করেন।

উপরোক্ত দাখিলের পরিপ্রেক্ষিতে, এই তারিখ থেকে এক মাসের জন্য রায় স্থগিত থাকবে।

(বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্য)

(বিচারপতি রাজশেখর মন্থা)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।